কালের কণ্ঠ

তারিখ ..... 26 DEC 2016
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...১.....

উচ্চশিক্ষায়ও ভর্তি বাণিজ্য!

ত্রুটি শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিন

বিশ্ববিদ্যালয়ই যদি যোগ্য শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের জায়গা করে দেয়, উচ্চশিক্ষার মান কারা নিশ্চিত করবে? পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (বিবিএ) অনুষদে এমন বহু শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে যারা এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার পুরো যোগ্যতা রাখে না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে আহা মরি ফল না থাকলেও যেন জাদুমন্ত্র বলেই ভর্তি পরীক্ষায় তারা প্রায় শতভাগ নম্বর পেয়ে গিয়েছিল। ভর্তিপ্রক্রিয়ায় তুখোড় মেধার স্বাক্ষরধারীরা এখন না পারছে শ্রেণির পাঠপ্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল মেলাতে, না পারছে পরীক্ষার সোপান ডিঙাতে। শিক্ষকরাও তাদের নিয়ে পড়েছেন বিপাকে।

শিক্ষার্থী অনুপাতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক কম। একটি আসনের জন্য লড়তে হয় অসংখ্য শিক্ষার্থীকে। এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে যোগ্য ছাত্র বা ছাত্রীটি টিকে থাকবে, তুলনামূলক কম অযোগ্যতার অধিকারীরা ঝরে পড়বে। ভর্তির এই প্রক্রিয়াকে ভণ্ডুল করে দিচ্ছে ভর্তি বাণিজ্যের সংঘবদ্ধ চক্র। ক্ষেত্রবিশেষে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানের ভর্তিপ্রক্রিয়াকেও অকার্যকর প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছে। এই প্রবণতা রুখতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান আমরা ধরে রাখব কী করে? কম মেধাবীরা উচ্চশিক্ষার সনদ হাতে বেরিয়ে জাতিকেই কী উপহার দেবে!

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনিয়মের ঘটনায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠলেও উপাচার্য তা উড়িয়ে দিয়ে কালের কণ্ঠকে বলেছেন, একজন উপাচার্য কি প্রশ্ন ফাঁস করতে পারেন? প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি জানাজানির 'পর অনেক শিক্ষক উপাচার্যকে বলেছিলেন ফল ঘোষণা না করে আবারও পরীক্ষা নিতে। উপাচার্যের খোঁড়া যুক্তি ছিল, প্রশ্ন ফাঁস হলে তাঁর নমুনা কপি দেখান। এরপর ক্ষোভে এক শিক্ষক ভর্তি পরীক্ষার নম্বরপত্রে স্বাক্ষর পর্যন্ত করেননি। অনিয়মের অভিযোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরও কানে গিয়েছে। তাঁরা বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের নির্দেশ দিলে একাধিক অধ্যাপক লিখিত বক্তব্যে বলে দেন, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। যোগ্যতার নিরিখেই যদি ভর্তি করা হয়ে থাকবে, বিবিএর ৯৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৩ জনই প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় ফেল করে কী করে? এমনিতেই আমাদের বেশির ভাগ শিক্ষক পেশাদারির সঙ্গে পাঠদান করেন না। অনেকের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান কম। যোগ্যতা প্রদর্শন নয়, রাজনৈতিক প্রভাব দিয়ে তাঁরা ওপরে উঠতে চান। এর সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার অনিয়ম যোগ হলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোথায় গিয়ে ঠেকবে? নীতিনির্ধারকদের এ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে ভাবতে হবে। প্রতিটি অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্তের পর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা নিয়ে জালিয়াতি বরদাশত করা জাতির জন্য আত্মঘাতীর শামিল।